দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 22 DEC 2002
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

ইনকিলাব ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল বোমা আতংক ছড়িয়ে পড়ার পর সেনাবাহিনীর বোমা স্কোয়াড কলাভবনসহ বিভিন্ন স্থানে বোমা খোঁজার যন্ত্র দিয়ে তল্লাশি করে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে বোমা আতংক

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ বোমা আতংক ছড়িয়ে পড়েছিল গতকাল (শনিবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। সেনাবাহিনী ও পুলিশ কলা ভবনসহ ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে তন্ন তন্ন করে তল্লাশি চালিয়ে বোমার কোন আলামত খুঁজে না পেলে আতংকের অবসান ঘটে। এদিকে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধের সামনে গত শুক্রবার রাতে বোমার আদলে তৈরী করা একটি বস্তু দেখে দর্শনার্থীদের মাঝে আতংক ছড়িয়ে পড়ে।

ক্যাম্পাস সূত্র জানায়, গতকাল সকাল পৌনে ১০টার দিকে অজ্ঞাত পরিচয়ধারী ব্যক্তি পুলিশ কন্ট্রোলরুমে ফোন করে জানায় যে, সকাল ১১টায় মধ্যে কলাভবন, মধুর কেন্টিন ও ডাকসু ভবন বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উড়িয়ে দেয়া হবে। ১০টার দিকে রমনা থানা ওসি মাহবুব এ তথ্য জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ডঃ এ এম আতিকুর রহমানকে। সাথে সাথে কলাভবনসহ ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়ে আতংক। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে সকলে। কলা ভবনের বিভিন্ন অফিসের কর্মচারীরা দিশেহারা হয়ে খোঁজাখুঁজি করতে শুরু করে এদিক-সেদিক। অনেকে কলা ভবন থেকে বেরিয়ে যায়।

বেলা ১১ টার দিকে পুলিশ ক্যাম্পাসে অবস্থান নিয়ে কলা ভবন, মধুর কেন্টিন ও ডাকসু ভবনের আনাচে-কানাচে তল্লাশি করে। তবে তল্লাশিকালে কোন কিছু পাওয়া যায়নি। এদিকে বেলা ১২টার দিকে সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন নাজমুলকে কে বা কারা টেলিফোনে মিথ্যা সংবাদ দেয় যে,

৭-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে বোমাতঙ্ক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বোমা বিস্ফোরণে একজন মারা গেছে। এ সংবাদ শুনে সেনাবাহিনীর একটি দল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অফিসে আসে। বেলা দেড়টার দিকে সেনাবাহিনীর বোমা স্কোয়াডের আটজন সদস্য একজন মেজরের নেতৃত্বে ক্যাম্পাসে আসে। তারা বোমা অনুসন্ধানের যন্ত্র দিয়ে কলা ভবনের ভেতরে ছাত্রীদের কমনরুম, শিক্ষক লাউঞ্জ, টয়লেট, ক্যান্টিন এবং পরীক্ষার হলে তন্ন তন্ন করে তল্লাশি চালায়। বেলা ২টায় তল্লাশি শেষ করে সেনাবাহিনীর সদস্যরা। বোমার কোন আলামত না পাওয়ায় আতংকের অবসান ঘটে। সেনা তল্লাশিকালে ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে আতংকের চেয়ে 'বোমাটি কোথায় আছে' এ কৌতূহলই বেশী লক্ষ্য করা গেছে। তল্লাশি শেষে সেনা কর্মকর্তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরকে জানান যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের খবর শুনে তারা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। সেনা কর্মকর্তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে আরো সতর্ক থাকার অনুরোধ জানিয়ে সন্দেহজনক কোন বস্তু দেখলে তা স্পর্শ না করে সেনাবাহিনীকে খবর দেয়ার জন্য বলেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ডঃ আতিকুর রহমান সাংবাদিকদের জানান, বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ছায়া পড়েছে বাংলাদেশে। আমাদেরকে এ ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে। তিনি এ ব্যাপারে সকলের সহায়তা কামনা করে বলেন, সেনাবাহিনীর পরামর্শ অনুযায়ী ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যে কেউ সন্দেহজনক কোন বস্তু দেখলে তা স্পর্শ না করে সাথে সাথে সেনাবাহিনীকে খবর দিতে হবে। সেনাবাহিনীর এ পরামর্শের কথা ইতোমধ্যে প্রতিটি আবাসিক হলে এবং বিভাগীয় অফিসে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

এদিকে ক্যাম্পাসে বোমা আতংক ছড়িয়ে পড়লেও প্রশাসনিক কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলেছে। পরীক্ষাসমূহ সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্যাম্পাসে ছুটি থাকায় ক্লাস বন্ধ রয়েছে। সেনাবাহিনী ও পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ক্যাম্পাস পরিদর্শন ও ভিসির সাথে কথা বলেন। ডিসি প্রফেসর এসএম এ ফায়েজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারী অহেতুক বোমা আতংকে না ভুগে সকলকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকার আহবান জানিয়েছেন।

সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধের সামনে বোমা আতংক

এদিকে আমাদের সাভার সংবাদদাতা জানান, সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধের সামনে 'বোমা' সন্দেহে গত শুক্রবার সন্ধ্যায় আতংকের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে সেনাবাহিনীর বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ দল এলাকাটি ঘিরে ফেলে এবং জনসাধারণের চলাচল সীমিত করে দেয়। রাত ৯টায় সেনাবাহিনীর বিস্ফোরক দল কথিত বোমাটি পরীক্ষা করে দেখে সেটি আসলে বোমার আদলেই তৈরী করা একটি বস্তু। সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র বলেছে, সন্ধ্যা আনুমানিক ৫টা নাগাদ জাতীয় স্মৃতিসৌধের সামনে একটি বটগাছের নীচে জনৈক ব্যক্তি এক ফেরিওয়ালার কাছে একটি গাছের চারার ব্যাগ কিছু সময়ের জন্য রাখার কথা বলে চলে যায়, সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ ঐ ফেরিওয়ালা বাড়ী ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়। তখনও সেই ব্যক্তি ফিরে না আসায় ফেরিওয়ালার সন্দেহ হয়। তিনি ব্যাগটির ভিতর কি আছে তা পরীক্ষা করতে গিয়ে একটি বোতলের ওপর বোমার আদলে রাখা ও বাইন্ডিং টেপ পেঁচানো দেখে আতংকে চিৎকার দিলে ছুটে যায় অন্যরা। এ খবর পার্শ্ববর্তী সেনানিবাসে ছড়িয়ে পড়লে দ্রুত সেনাসদস্যরা স্মৃতিসৌধের সামনে বটগাছটি কর্তন করে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। রাত ৯টায় সেনাবাহিনীর 'বোম্ব ডিসপোজাল টীম' ঘটনাস্থলে পৌঁছে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে আসলে সেটি বোমা নয়। তবে বোমার আদলে তৈরী করা বস্তুবিশেষ।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে উর্ধ্বতন একজন সেনা কর্মকর্তা জানান, জনমনে আতংক সৃষ্টির জন্যই বোমা সদৃশ বস্তুটি রাখা হয়েছিল। এ ব্যাপারে সাভার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, স্মৃতিসৌধের সামনে বোমা পাওয়া গেছে। ঐ তলবে পুলিশেরও একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। তবে সেটি বোমা নয়, নিশ্চিত হওয়ার পর পুলিশের দলটি থানায় ফিরে আসে।